আমাদের সময়

13 JAN 2016

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি

প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ও মহাসচিবের বৈঠকে কোনো সমাধান হয়নি। দুই পক্ষই আশা করছে সমস্যার একটা সমাধান হবে। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান। গতকাল বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে বৈঠক শুরু হয়ে শেষ হয় সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায়। এরপর শিক্ষামন্ত্রী সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চান শিক্ষকরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জানান, আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

অপরদিকে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব এএসএম মাকসুদ কামাল জানান, তাদের আন্দোলন চলবে। তবে তারা আশাবাদী সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষক নেতারা আরও জানান, আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য আমরা আলোচনা করেছি। আমরা চাচ্ছি একটা সম্মানজনক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান। এজন্যই আলোচনা করা। আমরা তো সব সময় এগোতে চাই। সেজন্য এগোচ্ছি। আলোচনা চলবে। ইনশাল্লাহ, আমরা এক জায়গায় পৌঁছে যাব।

আন্দোলন থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছি কিনা জানতে চাইলে সভাপতি বলেন, ওই পর্যায়ে আসেনি। আমরা শুরুটা করলাম। আমরা খুবই আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা করেছি। এখন পর্যন্ত আন্দোলন থেকে সরে আসার কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।

শিক্ষকদের কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়েছি কিনা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা আশ্বাস দেওয়ার কে? আমি শিক্ষা পরিবারের সদস্য, আমি গভর্নমেন্টেরও সদস্য। গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু কীভাবে সমাধানে যাওয়া যায় সে বিষয়টি তো আমরা আলোচনা করতেই পারি। আমরা চাইব যেন একটি সন্তোষজনক সমাধান হয়। যেখানে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকদের সত্যিকার অর্থে যেন সম্মান বজায় থাকে। একই সঙ্গে বেতন নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে তার যেন সমাধান হয়। সমস্যা সমাধানে কতদিন সময় লাগতে পারে জানকে চাইলে মন্ত্রী বলেন, এ রকম কোনো নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আমরা বসিনি। তবে সমস্যার সমাধান অবশ্যই বের হবে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে শিক্ষকরা মর্মাহত ও লজ্জিত বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আমরা তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি না। তিনি যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো একপেশে।